দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC 1 0 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভারপ্রাপ্ত দিয়ে আর কতদিন?

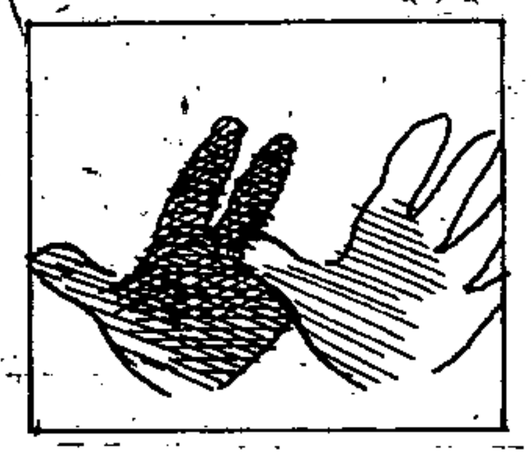

সরকারি বি,এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা, দক্ষিণ বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ, এখানে পনরটি বিষয়ে সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রি পড়ানো হয়। প্রায় কুড়ি হাজার ছাত্র/ছাত্রী এখানে লেখাপড়া করে। প্রায় তিন বছর হতে চললো কলেজটির অধ্যক্ষের পদ শূন্য। প্রফেসর কে, আনাম অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর নেয়ার পর উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ঘোষ মধুসূদন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে এক বছর এক মাস দায়িত্ব পালন করেন। মাঝে ঠিক এক বছরের জন্য প্রফেসর মোঃ জাফর ইমামকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেখা হয়। উনিও গত ১০-১৭-৯৮ এ অবসর গ্রহণ করেন। আবার সেই উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ঘোষ মধুসূদন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ অধ্যক্ষ প্রফেসর কে, আনামের পর এক বছর এক মাস এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর জাফর ইমামের পর এক বছর তিন মাস মোট প্রায় আড়াই বছর কলেজটিতে কোন অধ্যক্ষ নেই। বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে খুলনা জেলার ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নাকি প্রফেসর ঘোষ মধুসূদনকে সরকারি বি, এল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগদানের সুপারিশ করেছেন। সে খবরও বেশী পুরাতন বলা চলে। কলেজে প্রশাসনিক পদ দুটি অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ। এর প্রধান পদটিই যদি মাসের পর মাস শূন্য পড়ে থাকে তবে একজনের পক্ষে দাপ্তরিক কাজকর্ম সমাধান করা খুবই কঠিন হয়ে পরে। যে ভাবেই হোক অধ্যক্ষের পদটি পূরণ করা না হলে প্রশাসনিক জটিলতা বাড়তেই থাকবে। এছাড়াও সম্মান/মাস্টার্স ডিগ্রি পড়ানো হয় এমন অনেক বিভাগেই প্রচুর শিক্ষক স্বল্পতা বিদ্যমান। সেগুলোও পূরণ করা প্রয়োজন। পদোন্নতি যখন বিলম্বিত হচ্ছেই তখন স্ববেতনে, প্রফেসরের পদের বিপরীতে সহযোগী অধ্যাপককে, সহযোগী অধ্যাপকের বিপরীতে সহকারী অধ্যাপককে এবং সহকারী অধ্যাপকের বিপরীতে প্রভাষকদের নিয়োগ দিলে শিক্ষক স্বল্পতার কিছু সুরাহা হবে। যোগ্য বা সিনিয়র ব্যক্তি এখানে যারা আছেন তাদের মধ্য থেকেই বেছে নিতে হবে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার আকুল আবেদন বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার বলা যায় দক্ষিণ বাংলার একমাত্র প্রতিষ্ঠানটির কথা চিন্তা করে এর সুষ্ঠু সমাধান করার ব্যবস্থা করবেন।

অর্ঘ্য চক্রবর্তী
দৌলতপুর, খুলনা।